সংগঠণটির জন্মথেকে
উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধু'র কণ্যা শেখ রেহানা
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা কেন্দ্রীয়পরিষদ
প্রতিষ্ঠাতা হারুন রশীদ আজাদ (সিডনীথেকে)

প্রবাসে বসে বিশেষ দিনগুলিতে সবার আগে আমার পত্রিকায় চোখ যায় । তার কারণ ''বঙ্গবন্ধুশিশু কিশোর মেলাকেন্দ্রীয় পরিষদ ''১৯৮৮ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর বাইরে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার একান্ত প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশকরে ।আমার অষ্ট্রেলিয়ায় আসারপর আমার সহধর্মিনী এডভোকেট জেবুন্নেছা আক্তার মুন্নী,আমার দুই শিশু সন্তানকে বুকে নিয়ে আমার সন্তান সম সংগঠণটি কিছুদিন আগলে রাখে ।১৯৮৯ সালে সাভারস্থ জাতিয় স্মৃতিসৌধে শিশু কিশোরদের নিয়ে যাওয়ার একটি ছবি আমাকে পাঠিয়ে আমাকে শান্তনা দেয় ও খুশী করে ।আমিও ভীষন খুশীহই !

যে কোনকিছুরই জন্মলগ্নে অনেক কষ্ট করতে হয় আর সেই কষ্টের তখন অংশীদার আপনজনরাই । আমার বেলায়ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি । তাই সে সময় আমি ও আমার ছোট ছোট ভাই বোন ও দুই মামাদের নিয়ে গড়ে তুলি সংগঠণটি ।আমার ইচ্ছা ছিল সারাদেশে সংগঠণটির শাখা গড়ে তুলে অবৈধ সামরিক শাসক ও যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে বর্তমান ও আগামি প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকেসাথে নিয়ে ৭১'র আর্দশের বাংলাদেশকে ধরে রাখতে ।থাক সেকথা ,প্রতিবারের মত এবারও অপেক্ষায় ছিলাম আমার প্রান প্রিয় সংগঠনটির সংবাদের জন্য ।ইত্তেফাকের ১৮০৩০৯ সংখ্যায় দেখলাম সংবাদে এসেছে তাদের কার্য্যক্রম যেখানে সংগঠনটির যাত্রাশুরু সেখানেই এবার তার কার্য্যক্রম সংবাদ পড়লাম ।২৯শে মার্চ০৯ তারিখে ভোরের কাগজেওপ্রথমপাতায় ছবি সহ দীর্ঘ সংবাদ পড়ে আনন্দে বুকটা ভরে উঠেছে ।সংগঠণটি প্রতিষ্ঠার পর ৫ মাসের মধ্যেদেশ ছাড়তে বাধ্যহই বিধায় গঠণন্ত্রটি ছাপানো সম্ভব হয়নি । সম্ভব হয়নি এর শাখা গঠণ ও সংগঠণকে পুর্ণাঙ্গ ভাবে রুপদেয়া তবে আমি দেশে থেকে যা করতে পারতাম তারচেয়ে ভাল ও সফল ভাবে সংগঠণটি এগিয়ে চলেছে । আমার সহধর্মিনী এডভোকেট জেবুন্নেছা আক্তার মুন্নীর কাছে জানতে পারি জাতিয় জাদুঘরের সাবেক পরিচালক ডঃ এনাম সাহেব তখন সংগঠণটি সুন্দর ভাবে এগিয়ে নিতে সবই করছেন ।

২০০৪ সালে ঢাকায় গেলে ১৭ই মার্চ ৩২ নং বঙ্গবন্ধুভবণে যাই এক পর্য্যয়ে কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদিকা দাবিদার (নাম মনে নেই)নেত্রীকে খুশীমনে সংগঠনের বিস্তারিতঅবস্থা জানতে গিয়ে এক পর্য্যায়ে আমার কথাবলি তিনি তখন সরাসরি সত্যটা অস্বীকার করলে আমি ভীষন ভাবে ভেংগে পরি তখন আমার সহধর্মিনীর উপর সব রাগ গিয়ে পরে ।তখন বুঝলাম পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীরবন্ধন ভেংগে গেলে সে-ই সবচেয়ে বড় শত্রুহয় । যাক আমি সভাপতির নামঠিকানা চাইলেও সেদিতে ব্যর্থ হয় , সভাপতির সাথে দেখাকরার মুল উদ্দ্যেশ ছিল আমার কাছে সংগঠণটির প্রথম পতাকা ও অন্যান্য নথিপত্র ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সদস্যাদের বিস্তারিত তথ্য ও এর উপদেষ্টাদের নাম ও তাদের সাক্ষর যুক্ত ফরম গুলি ও সংগঠণকে বুঝিয়ে দেব ।আর অনুরুধ করব বঙ্গন্ধুর কণ্যা শেখ রেহানাকে আজীবন প্রধান উপদেষ্টা পদে রেখে যেন উপদেষ্টা পরিষদ টি (যদি থাকে)পুর্ণগঠণ করাহয় ।আমি হতাস হয়ে ৩২ং থেকে ফিরে এলাম । তখন মনে হল দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা ভাষানী , সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ,কিন্তু ভাষানী নীরবে ইতিহাসের সাক্ষী থেকে বিলীন হয়ে গেছেন ।

১৯৮৮ সালের ১৭ই মার্চ ''বঙ্গবন্ধুশিশু- কিশোর মেলা কেন্দ্রীয়পরিষদ''সংগঠনের আনুষ্ঠানিক জন্ম দিবসে সকালের সোনালী রোদের ছটায় ৩২ নং বঙ্গবন্ধু ভবণের বাড়ীর গাছগুলি গরম হাওয়ায় দোলখেয়ে যেন নাচছিল ,বাড়ীর বাইরে লাল সবুজ আর সাদা রংয়ের মিশ্রনে বানানো অস্থায়ী মঞ্চছিল বিকালে আওয়ামিলীগ আয়োজিত আলোচনা সভার জন্য ।আমি আমার স্ত্রী এডভোকেট জেবুন্নেছা আক্তার মুন্নী ,সর্ম্পকে মামা হাবিবুর রহমান বাদল,মাহাবুবুল আলম মঞ্জুর (মামা)ও আমার ছোট বোন বর্তমানে এডভোকেট, বুলবলু ইয়াসমিন রত্না , ছোটভাই সাহাদাত হোসেন স্বপন, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, শরীফুদ্দিন সাগর ও পাড়ার আরো কয়েকজন ছেলে নিয়ে এই ক'জন সদস্য সদস্যা মিলে বিভিন্ন বাড়ী বাড়ীতে ঘুরে পুর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক শিশু- কিশোরদের আমন্ত্রন

জানাই । সবাই যারপর নাই আনন্দের অনুভুতিতে
সাধ্যমত নিজ নিজপকেট শুন্য করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল ।

আমি সভাপতির পদাধীকারে দায়িত্ব পালনে বেড়িয়ে পড়ি উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির খুঁজে ।আমার সহ ধর্মিনীর পিতা আল হজ মোজাম্মেলহক খান ডঃ কামাল হোসেনের জুনিয়র , সেই সুত্রে তার সাথে আমার পরিচয় থাকায় ,তাকেই প্রথম প্রধান উপদেষ্টা করতে চেয়েছিলাম ।ডঃ কামাল হোসেন কে নাপেয়ে হাইকোর্টে তৎকালিন সভাপতি ব্যারিষ্টার ইসতিয়াক আহমদ কে আমন্ত্রন জানানোর সাথে সাথে বিনা বাক্যে উপদেষ্টা সদস্যের পত্রে সাক্ষর করলেন । এরপর বঙ্গবন্ধু ভবন ৩২ নং থেকে সংগ্রহ করি শেখ রেহানা সিদ্দিকী আপার ঠিকানা । ছুঁটে যাই বনানীর ফ্লাটে দরজায় টোকাদিতেই সয়ং দরজা খুলে আপনি আপা জানতে চাইলেন কাকে চাই ? -কি চাই ? আমি বিনীত ভাবে আপনাকে সব খুলে বললাম এরপর ‘‘বঙ্গবন্ধুশিশু-কিশোর মেলা কেন্দ্রীয়পরিষদ’’এর উপদেষ্টা পদের ষ্ট্রেনসিল করা ফরমটি তুলেদিলে, বিনাবাক্যে ফরমটি পুরণ করে আমাকে দিলেন । নিরাপত্তা জনিত কারণে আমি তাকে আমন্ত্রন জানাইনি সেই অনুষ্ঠানে ।শেষবারের মত আপার সাথে আবার টেলিফোনে কথা হল ২০০৮ এ ,শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনের সংকট মুর্হুতেসিডনী আওয়ামিলীগের স দস্য সচীব আনিসুর রহমান রিতুর টেলিফোনে ।তখন আমরা মুক্তিযোদ্ধাসংসদ অষ্ট্রেলিয়া থেকে সিডনীতে প্রথম ‘‘শেখ হাসিনার মুক্তি’’ আন্দোলনের কর্মসুচীদেই ।আসল বিষয়ে ফিরি ।

আমার সেই দিন আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে বিধায় একগ্লাস পানির খুব তৃষ্ণা লেগেছিল সে সময় ,তা ও রেহানাআপার কাছে চেয়ে সময় নষ্ট করিনি । আবার ছুটলাম শাখাঁরি বাজার । টাকার সংকটে কর্মসুচী পন্ড হওয়ার উপক্রম ।তাই শশুড় বাড়ী থেকে আমাকে দেওয়া গলার স্বর্ণের চেইন, ও আংটি বিক্রিকরে টাকা যোগার করতে হবে ।বাজেট ২৫ হাজার টাকা । কল্পনায় ধরে নিয়েছিলাম ২২/২৩ হাজার টাকা চাঁদা তোলাযাবে , কিন্তু এক প্রধানঅতিথিকে ধরে নিয়েছিলাম ৩-৫ হাজার টাকা পেলাম মাত্র ৫শতটাকা ,তাই ২২-২৩ হাজার প্রত্যাশিত টাকার বাস্তবে পেলাম মাত্র ১৬শত টাকা ।অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে শিশু কিশোরদের মাঝে পরিচিতি করার পরিকল্পনা হিসাবে দেড়শতাধিক
বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত ডেক্স সেট মেডেল হিসাবে পিতলের ব্রাস প্লেটে জাতিয় পতাকার রংয়ের মাঝে সংগঠণের নাম ও পতাকাকে প্রতিক করে পুরস্কার তৈরীকরার নির্দেশ দিয়েছিলাম সেভাবেই তা করাহয়েছিল ।এখন টাকা হলেই ঘরে আসে সে ছবি ।এই মুর্হুতে বিকল্প কিছুই ভাবলামনা ।বিয়ের দুই বছর পর শাশুড়ির দেওয়া সম্পদ দুটি বেঁচে বেগম সাহেবাকে মিথ্যা শান্তনা দিয়ে বললাম টাকা দিয়ে ফেরত আনতে পারব ।আসলটা হল বন্দকি টাকায় বাজেট পুর্ন না হওয়াতে আমি বিক্রি করতে বাধ্য হই ।

এছাড়া প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম , দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরষ্কার ছিল ভিন্ন ধরনের । পুরস্কারবাবদই সেদিন খরচ হয়েছিল সাড়ে পনর হাজার টাকা । বাজেট ছুঁইয়েছিল ৩১ হাজার টাকায় । বাদল মামা চাকুরীকরেন তখন হাউস বিল্ডিংকর্পোরেশনে ষ্টেনো ।আমি সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা,মাহাবুবুল আলম ছোটমামা ও পুবালী ব্যাংকের কর্মকর্তা ।তার প্রথম লেখাবই খুব সম্ভবত ‘‘বাংলাদেশ ঃ রাজনৈতিক সংকট ’’নামে । সেই বইয়ের প্রি-ফেইজ লিখেছিলেন ডঃ এমাজ উদ্দিন, সেই সুত্রে তিনি তাই নির্বাচন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য তৎকালিন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ইমাজউদ্দিনকে , কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধানহিসাবে তার কথা গুলি গ্রহনযোগ্য হবে ! আমি নির্বাচন করলাম সমাপনি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে বিশিষ্ঠ ব্যাবসায়ি ও রাজনীতিবিদ সন্দীপের মোস্তাফিজুর রহমানকে । আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসের দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শিরোনাম দেই ‘‘বঙ্গবন্ধু‘র জন্ম ও স্বাধীনতা দিবস’’ ।

অপ্রাপ্তবয়সে রাজনীতির ছোঁয়া যাতে স্পর্স না করে শিশু কিশোরদের, সেদিকে লক্ষ রেখে শীর্ষ রাজনীতিকদের থেকে দুরে থেকেছি ও দুরে রাখতেচেষ্টা করেছি । কারণ দেশের রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের অপকর্মের কারনে জন সাধারনের মনোভাব ছিল নেতিবাচক। ১৭ই মার্চ দুটি মিনি বাস ভর্তি রিক্সা,বেবীটেক্সী টেম্পো, মটর সাইকেল করে সংগঠনের সদস্য/সদস্যা ও শিশু

কিশোরদের নিয়ে সর্বাগ্রে ৩২ নং বাড়ীর আঙ্গীনায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলের ডালায় লাল সবুজের অক্ষরে লেখা স্লোগান দেই।

''এমনি করে আসব মোরা তোমার আঙ্গিনায় ''আমাদের দশদিনব্যাপি কর্ম সুচীতে ২২টি ইভেন্টে খেলাধুলা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চেরবঙ্গবন্ধুর ভাষন অনুকরণ ,ফুটবল , দাবা ,গান , নাচ , কবিতা ,ছবি আঁকা , কাঁনামাছি , মোরগ লড়াই ,ইত্যাদি ।
প্রধান অতিথি ডঃ ইমাজউদ্দিন সতরটি কবুতর উড়িয়ে উদ্বোধন করলেন ''**বঙ্গবন্ধু শিশু -কিশোর মেলা**'' স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ,সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী , জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের স্মরনে তারই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ,যাত্রা শুরু করল
''বঙ্গবন্ধুশিশু কিশোর মেলা'' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত থাকা নগর নেতা ডাঃ জালাল মহিউদ্দিন,ও সালাউদ্দিনবাদল
মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন ।

আমি ও হাবিবুর রহমান বাদল মঞ্চ নিয়ন্ত্রনের কাজে নিয়োজিত থাকায় সহ সভাপতি ও পরে সভানেত্রী আমার সহধর্মিনী এডভোকেট জেবুন্নেছা আক্তার মুন্নী ,সভাপতিত্ব করেন সেই অনষ্ঠান । আলোচনা শেষে দুটি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ,প্রথমে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষন অনুকরণ ও পরে দাবা প্রতিযোগিতা ।সেদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির ভিডিও আজও আমার কাছে রয়েছে !সেদিনের বক্তব্যে ডঃ ইমাজ উদ্দিন উচ্চস্বরে গর্বকরে বঙ্গবন্ধু ও তার বাকশালের ভুয়সি প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিলেন ।রাজনীতির ২শত বছরের ইতিহাসে নাকি বঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুর রহমানের মত নেতার জন্মহয়নি আগামিতে হবে কিনা তার ও সন্দেহ প্রকাশ করে বক্তৃতাদিয়েছিলেন অথচ আমি সিডনীতে বসে যখন কথিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পদোন্নতি আর সুবিধা আদায়ের সার্থে অবৈধ সামরিক শাসকের দলে ভিড়ে তার বন্দনায়ও পঞ্চমুখীহন তখন ঘৃণায় মুখ ঘুড়িয়েনিতে হয় ।যা লিখতে চাচ্ছি সেখানে ফিরি । উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও দুটি প্রতিযোগিতা শেষে শিশুদের পৌঁছে দেওয়ার পালা শুরু ।

পরেরদিন থেকে প্রতিদিন পুরানো শহরের উয়ারী সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে চলতে থাকে খেলাধুলার প্রতিযোগিতাপ্রতিদিন বিকালে চলতে থাকে ।২৬শে মার্চ সারাদিন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা শেষে , সন্ধ্যায় শুরু হয় পুরস্কার বিতরনি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।প্রধানঅতিথিঃ ব্যাবসায়ীও রাজনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান ।মধ্যেরাত পর্যন্ত চলে সেই অনুষ্ঠান ।বিজয়ীদের পুরস্কারের সাথে সাথে সান্তনা পুরস্কারের দেড়শত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির শিশু-কিশোরদের ঘরে ঘরে চলেযায় । সেদিনের সেই ''বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা ''আজ দেশের সর্বত্র গড়ে উঠছে সেই সংগঠণটির শাখা । আমি সংগঠণটি প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যেদেশ ছাড়তে বাধ্যহই তাই সেই শুন্যতা আমাকে মাঝে মধ্যে যাতনাদেয় তবে সপ্ন সফল হওয়ার আনন্দে যাতনা ম্লান হয়ে যায় ।জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজিবন দুঃখী মানুষের সুখ খুঁজে ফিরেছেন কিন্তু দেশীয় সংর্কীণমনের মানুষেরা তাকে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঠেলেদিয়ে দেশের মানুষের রক্ত চুঁষে খেতে গিয়ে আজকের সংকট আর সন্ত্রাস করেছে । আসুন আমরা সকলে মিলে দেশের দুখী মানুষের সুখ খুঁজে মহান সৃষ্টিকর্ত্তার সন্নিদ্ধতা লাভকরি !আর রেহানা আপার কাছে আমার আবেদন **জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসাবে আপনি ''বঙ্গবন্ধু শিশু -কিশোর মেলা'' সংগঠণটির আজীবন প্রধান উপদেষ্টার পদটি অলংকৃত করুন ।**

azad@banglamedia.net